Selection of title

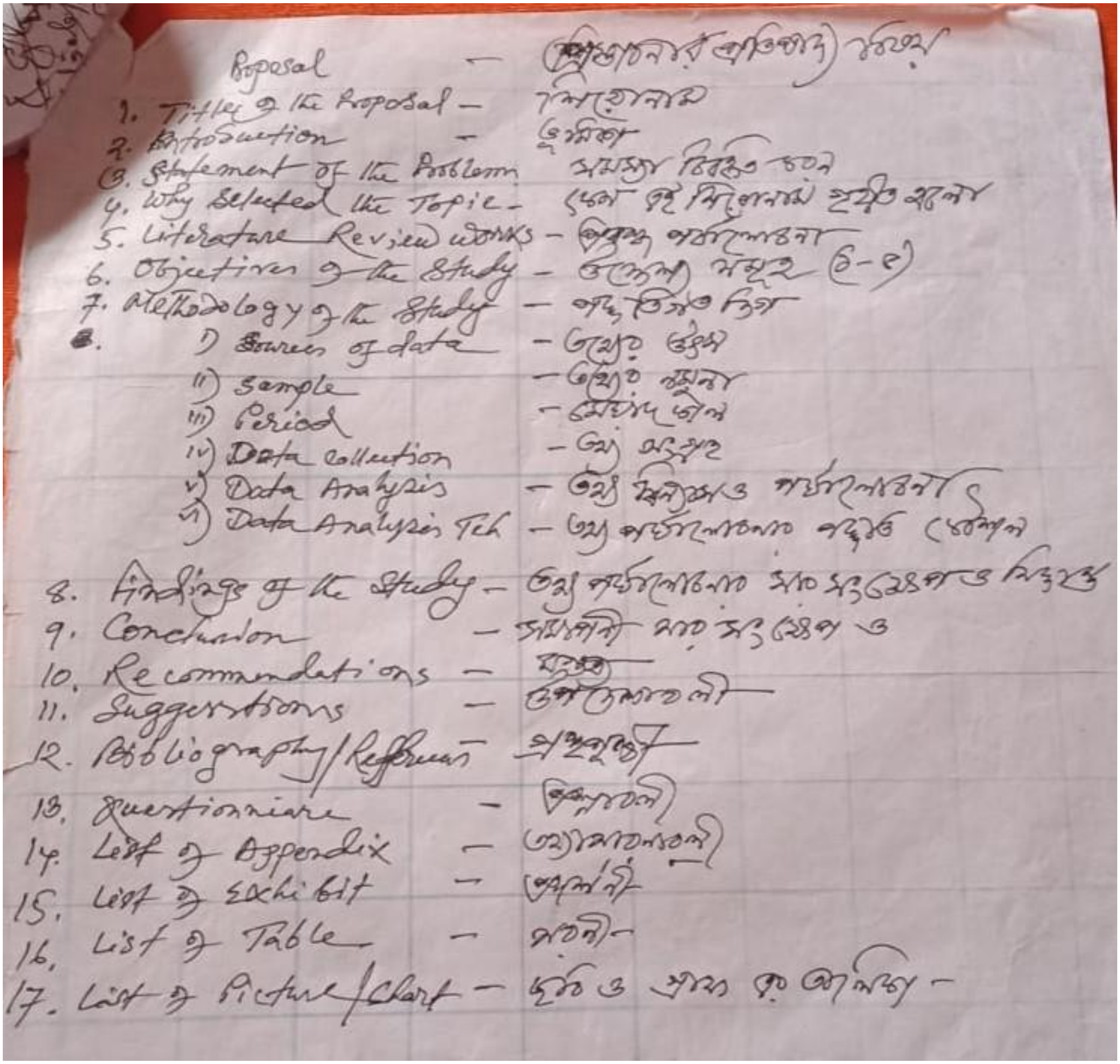

Proposal — (গবেষণার প্রতিবেদন) প্রস্তাব

1. Title of the Proposal — শিরোনাম
2. Introduction — ভূমিকা
3. Statement of the Problem — সমস্যার বিবৃতি করণ
4. Why Selected the Topic — কেন এই শিরোনাম বাছাই করা হল
5. Literature Review works — সাহিত্য পর্যালোচনা
6. Objectives of the Study — উদ্দেশ্য সমূহ (৫-৮)
7. Methodology of the Study — গবেষণা পদ্ধতি
   i) Sources of data — তথ্যের উৎস
   ii) Sample — তথ্যের নমুনা
   iii) Period — মেয়াদ কাল
   iv) Data collection — তথ্য সংগ্রহ
   v) Data Analysis — তথ্য বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা
   vi) Data Analysis Tech — তথ্য পর্যালোচনার পদ্ধতি (কৌশল)
8. Findings of the Study — তথ্য পর্যালোচনার সার সংক্ষেপ ও ফলাফল
9. Conclusion — সামগ্রিক সার সংক্ষেপ ও
10. Recommendations — সুপারিশ
11. Suggestions — উপদেশাবলী
12. Bibliography/Reference — গ্রন্থপঞ্জি
13. Questionnaire — প্রশ্নাবলী
14. List of Appendix — পরিশিষ্টাবলী
15. List of Exhibit — প্রদর্শনী
16. List of Table — সারণী
17. List of Picture/Chart — চিত্র ও গ্রাফ এর তালিকা

Specialized University for Chaitanya-charitamrita (SUC)

Thesis/Research works for ph.D

প্রস্তাবনা (Proposal)

১. শিরোনাম (Title): মানব জীবনের শেষ গন্তব্য স্থান (Ultimate goal) অপ্রাকৃত কৃষ্ণলীলায় প্রবেশ।

২. ভূমিকা (Introduction): এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পর্যালোচনা করলে আমাদের ধারণা হয় যে, এখানে প্রধানত: দুই প্রকার বস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়। প্রথমত: অচল বস্তু অর্থাৎ যার প্রাণ নাই, কিছু পরিমাণে শক্তি একত্রে মিশ্রিত আছে যাহা বিচ্ছুরিত হইলে অনু-পরমানু ও বিভিন্ন শক্তি প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়ত: সচল বস্তু অর্থাৎ যার প্রাণ আছে। সেই প্রাণ যতক্ষণ জীবের শরীরের মধ্যে বর্তমান থাকে, ততক্ষণ চলাচল করতে পারে এবং বিভিন্ন প্রকার কাজ-কর্মে অংশগ্রহণ করতে পারে। যখন প্রাণশক্তি থাকে না, তখন তা অচল বা মৃত বস্তুতে পরিণত হয়। এই প্রাণশক্তি কি এবং কোথা হইতে আসছে, তা সন্ধান করা আমাদের কর্তব্য এবং যে সন্ধান করে সেই ব্যক্তিই বুদ্ধিদীপ্ত। ইহা যথাযথভাবে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনার পর আমরা বুঝতে পারি যে, এই প্রাণশক্তিকে বলা হয় আত্মা (soul), যা কখনো বিনষ্ট হয় না এবং তার মূল উৎস হচ্ছে একজন পরমশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি। সেই ব্যক্তিকে বলা হয় পরমাত্মা বা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যাঁর পরমশক্তিতে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত হচ্ছে। কেউ তাঁকে বলে সৃষ্টিকর্তা (creator) এবং সকল

প্রকার জ্ঞান দান করেছেন। তাই, আমাদের কর্তব্য হচ্ছে পর[illegible] জ্ঞান লাভ করা এবং সেই সৃষ্টিকর্তার সন্ধান করা। সন্ধান করার জন্য আমাদিগকে শাস্ত্রগ্রন্থের আলোচনা গবেষণা করতে হবে এবং পাঠ আলোচনা-গবেষণার ফলাফল সকল বিশ্ববাসীকে জানাতে হবে।

৩. সমস্যা চিহ্নিত করণ (Statement of the problem):

শাস্ত্রগ্রন্থ গবেষণার শুরুতে আমাদের অনুধাবন করতে হবে যে, আমাদের প্রকৃত সমস্যা কি? এই সমস্যা চিহ্নিত করতে অনেক প্রশ্নের উদ্ভব হয়। আমাদের এই জগতে জন্মগ্রহণ করার পশ্চাতে প্রকৃত রহস্য কি? জন্ম গ্রহণের পর এই জগতে আমাদের সমস্যা কি? কে সমস্যা সমাধানের উপায় নির্ধারণ করেন এবং [illegible] জাগতিক সকল বন্ধন থেকে মুক্তি দিতে পারেন? কর্ম বাসনা অনুসারে মায়ার জগতে জন্মগ্রহণের পর আমরা জড়-জাগতিক সুখে মগ্ন হয়ে সৃষ্টিকর্তাকে ভুলে যাই এবং সৃষ্টিকর্তার অপ্রাকৃত আনন্দযজ্ঞে অংশগ্রহণ না করে মায়ার আনন্দে মগ্ন থাকি। এটিই হচ্ছে আমাদের বিরাট সমস্যা। মায়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আমরা এই জগতে জন্মগ্রহণ করি ও মৃত্যু বরণ করি এবং জাগতিক ক্লেশ ভোগ করি। এটাই আমাদের সমস্যা যে, আমরা সেই অপ্রাকৃত আনন্দের স্থান ভুলে অস্থায়ী সুখের জায়গায়, যা কালের দ্বারা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, মগ্ন হ'য়ে আছি এবং দুঃখ কষ্ট ভোগ করছি।

এই জড় জগতে স্থানীয়ভাবে ও বৃহত্তর পরিসরে আরো বিভিন্ন প্রকার সমস্যা পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র মানবজাতির মধ্যে স্থানীয়ভাবে ও আন্তর্জাতিক পরিসরে দলগতভাবে

বিভিন্ন গোষ্ঠীর (group) উদ্ভব হয়েছে। সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার কাল্পনিক ও অসামাজিক মতবাদ তৈরী হয়েছে যা সনাতনী প্রথায় অনুমোদিত নয়। সেই সকল গোষ্ঠীর ও মতবাদের প্রভাবে সনাতনী প্রথা খন্ড বিখন্ড হয়েছে এবং হিংসা-হানাহানি ও অসামাজিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিণতিস্বরূপ, সমস্ত জগতে পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ভক্তিমূলক সেবা অবহেলিত হচ্ছে এবং মানবজাতি গভীর অন্ধকারে পতিত হয়ে তাদের আত্মা জন্মজন্মান্তর বিভিন্ন পশু-পাখীর জীবনে জন্মগ্রহণ ও মৃত্যুবরণ করছে। এই জন্মমৃত্যুর কষ্টকর জীবনের শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করা মানব জীবনের একান্ত কর্তব্য। শুধুমাত্র সনাতনী সমাজ ব্যবস্থায় ভক্তিযোগে মুক্তিলাভ করা সম্ভব, অন্য কোনো উপায় নাই।

৪. এই শিরোনামটি কেন গ্রহণ করলাম (why selected this topic): এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদিগকে সংক্ষিপ্তভাবে ঐতিহাসিক পটভূমি (Historical background) পর্যালোচনা করতে হবে। বলা যেতে পারে যে, প্রায় আড়াই থেকে তিন হাজার বছর পূর্ব পর্যন্ত আমরা তাত্ত্বিকভাবে প্রচলিত ও লিখিত এবং ঐতিহাসিক স্থানের অস্তিত্বের প্রদর্শনীতে জানতে পারি বিভিন্ন মতবাদ ও দর্শনের বিবরণ। কিন্তু সৃষ্টিজগত মাত্র তিন হাজার বছরের পুরাতন নয়। তাই তিন হাজার বছর পূর্বের বিবরণ জানার জন্য আমাদের অনাদিকাল যাবৎ সৃষ্ট-জগতের জীবের এবং দর্শনের (philosophy) স্মরণ করতে হবে।

এ বিষয়ে যাবতীয় প্রমাণ ও নিদর্শন আমরা পেতে পারি বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে, যে সকল গ্রন্থে সৃষ্টি রহস্য এবং সৃষ্টিকর্তার অপ্রাকৃত লীলাসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। এমনকি, এই মায়াবিভূতি সৃষ্ট জগতের কার্যাবলী নিয়মতান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হওয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান-শিল্পকলার বিবরণ দেওয়া রয়েছে। আমরা জানতে পারি, বেদ-পুরাণ-উপনিষদ্-রামায়ণ-মহাভারত-গীতা-ভাগবত গ্রন্থাদিতে বিবরণ লিখিত আছে এবং বিভিন্ন দর্শনের উল্লেখ আছে। সেই সকল গ্রন্থে এই জড়জগৎ হইতে উদ্ধারের উপায় সম্বন্ধে সাধন-পদ্ধতির বর্ণনা করা আছে। সেই সকল দর্শন সম্বন্ধে অবগত হওয়া এবং সাধন-পদ্ধতি অবলম্বন করা অল্পবুদ্ধি সম্পন্ন জীবের পক্ষে অত্যন্ত দুরূহ। পরবর্তীতে আরো বিভিন্ন প্রকার মতবাদ ও বিশ্বাস-প্রচলিত হয়েছে। যার প্রভাবে অনেক গোষ্ঠী বা দলের (group) সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে জগতে হানাহানি ও অসামাজিক কার্য বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সৃষ্টিকর্তাকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা করার পরিবর্তে গোষ্ঠীগত স্বার্থের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্ত ভ্রান্ত দর্শন ও মতবাদগুলিকে ভয়ঙ্কর কুমীরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। স্বয়ং ভগবান-শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাঁচশত বৎসর পূর্বে আবির্ভূত হ'য়ে এই ভয়ঙ্কর মতবাদের করাল গ্রাস হইতে মুক্তি পাওয়ার একমাত্র উপায় সর্বসাধারণের মধ্যে বিতরণ করেছেন, যার বিবরণ অত্যন্ত সরল ও মাধুর্যমণ্ডিত ভাষায় শ্রীচৈতন্য ভাগবত ও শ্রীচৈতন্য-

চরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। তাই, আমাদের মুক্তির উপায় ও জাগতিক ক্লেশ থেকে মুক্ত হওয়ার দর্শন সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করা এবং শিক্ষা প্রদান করা সকলের কর্তব্য। এই সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার অপ্রাকৃত আনন্দযজ্ঞের স্থানে প্রবেশ ক'রে সৃষ্টিকর্তাকে সেবা করা।* সুতরাং ভক্তজগতের অপ্রাকৃত লীলাসমূহ ও ঘটনার বিবরণ সম্বন্ধে অবগত হওয়ার জন্য এই সনাতন ধর্মীয় শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলন করাই আমাদের প্রচেষ্টা। এই সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শনটি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা এবং মানব সমাজে ভক্তিপথের অনুশীলন, অনুধাবন ও অভ্যাস (practical) করার মানসে এই শিরোনামটি গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. প্রবন্ধ-গ্রন্থাদি পর্যালোচনা (Literature review works): Website সন্ধান ক'রে আমরা দেখতে পাই সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মীয় বিষয়ে Ph.D পর্যায়ে কি পরিমাণ অগ্রগতি হয়েছে। এ বিষয়ে Chaitanya University শিরোনামে যা পাওয়া যায়, তা বেশী আশাপ্রদ বলা যায় না। সেখানে বিস্তারিতভাবে কিছু দেওয়া হয় নাই। সংক্ষিপ্তভাবে হবার উদ্দেশ্য এবং স্বল্প আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিভিন্ন স্থানে কতিপয় বিশ্ববিদ্যালয়ে Ph.D পর্যায়ে ধর্মীয় বিষয়ে কিছু অগ্রগতি দেখা যায়। কিন্তু সেগুলিকে পরিপূর্ণভাবে ধর্মীয় বিষয়ের অনুশীলন বলা যায় না। জড়জাগতিক সাহিত্যের মধ্যে সামান্য কিছু ধর্মীয় বিষয় মিশ্রিতভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা আধ্যাত্মিক মূল্যহীন। এই জগতে পুরাতন আমলের

* সেই অপ্রাকৃত আনন্দযজ্ঞের স্থান ব্রজপুরে শ্রীকৃষ্ণের কুঞ্জলীলায়, যা কালের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় [না], যেখানে প্রবেশ করলে আর কখনো জীব এই জড় জগতে জন্মগ্রহণ করে না।

অনেক স্থানের নিদর্শন পাওয়া যায়। বৃহত্তর বিভিন্ন বিভিন্ন প্রকারে দেখা যায়। অনেক মায়া-বিদ্যার পাওয়া যায়। কিন্তু ধর্মীয় বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষার যেটুকু নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা অতি অল্প। তেমনিভাবে সুদক্ষ Training এর ব্যবস্থা আছে, Short course এর শেষে পাওয়া হয়, সনদপত্র দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রন্থ সন্ধান করলে পাওয়া যায় ধর্মীয় পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপদেশ ও নির্দেশনা, ধর্মীয় শিক্ষার প্রচার ও প্রসার করতে দিক-নির্দেশনা। শ্রীমদ্ভাগবতম্ পাওয়া যায় আচার্যগণের সর্বজনশ্রদ্ধেয় একজন বিদগ্ধ পণ্ডিতের লেখা, জগতের সকল স্কুল ও কলেজগুলিতে তাহাকে শিক্ষার প্রচলন করার উপদেশ, নিরপেক্ষভাবে জগতের জনসাধারণকে ধর্মীয় শিক্ষার সর্বোচ্চ সুন্দর উপদেশ পাওয়া যায়, "PREACHING IS THE ESSENCE" গ্রন্থে, তা সেখানে উল্লেখ করা হইল—

"I request my disciples who are determined to help me in this work to continue their cooperation fully, so that philosophers, scholars, religionists and people in general all over the world will benefit by reading our transcendental literatures such as Srimad-Bhagavatam and Sri Chaitanya-Charitamrita."

অবিচ্ছিন্নভাবে গ্রন্থাদি-প্রবন্ধ পর্যালোচনা বিষয়ে অনি দেওয়া হইল।

৬. উপরে লিখিত ১-৫ পর্যন্ত যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেগুলির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হচ্ছে সমগ্র মানব সমাজের মুক্তির জন্য। এই জড় জাগতিক অসার ভোগের বাসনা হইতে মুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে

...বেশ করতে, যেখানে সৃষ্টিকর্তা সর্বদা অপ্রাকৃত আনন্দে অপ্রাকৃত সখীগনসহ দিবা-রাত্রি খেলা করছেন, সেই স্থান চিরসুখের জায়গা, কখনো কালের দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, সেখানে জীবাত্মার প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে। সেই স্থানকে বলা হয় 'ব্রজপুর,' যেখানে কৃষ্ণলীলায়-কুঞ্জসেবায় ব্রজগোপীকারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত সেবায় মগ্ন। সেই সেবা কার্যে অংশগ্রহণ করতে সকল জীবের অধিকার আছে।

৭. পদ্ধতিগত দিক (methodelogy):

মিতঞ্চ সারঞ্চ বচো হি বাগ্মিতা ॥

'মূল প্রয়োজন সংক্ষেপে ব্যক্ত করা হইলে তাকেই বাক্‌পটু বলা হয় অর্থাৎ প্রকৃত অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিদীপ্ত।' উপরে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত ও প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আমরা অনুধাবন করি যে, সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মীয় শিক্ষার একটি সুস্পষ্ট (consolidated) শিক্ষা পদ্ধতি প্রচলন করা একান্ত প্রয়োজন, যার মাধ্যমে সকল জনসাধারণ উপযুক্ত ও নির্ধারিত (reasonable) সময়ের মধ্যে ধর্মীয় বিষয়ে উচ্চস্তরের ধর্মীয় শিক্ষা লাভ ও জ্ঞান লাভ করতে পারে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে এই বিশ্ববিদ্যালয় সনাতন ধর্ম শিক্ষার একটি সুস্পষ্ট পদ্ধতি প্রচলন করতে পরিকল্পনা (Progect) গ্রহণ করেছে। সেই পরিকল্পনার বিষয়ে সমস্ত নিয়ম-কানুন (Rules/ regulations) তৈরী করিয়া website এ দেওয়া হয়েছে। ইহার বিস্তারিত বিবরণ জানার জন্য visit:

WWW.CHAITANYAUNIVERSITY.ORG এবং অন্যান্য তথ্যাদির প্রয়োজনে দায়িত্ব প্রাপ্ত ও নিয়োজিত ব্যক্তিদের প্রতিটি জেলা সদর কার্যালয়ে অথবা mobile pho/e-mail এ যোগাযোগ করতে পারেন।

এই শিক্ষা পদ্ধতি পর্যালোচনা করিয়া course of study থেকে পাওয়া যায় যে, নির্দিষ্ট সময়সীমা ১৬ (ষোল) বৎসরের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা। ধর্মীয় উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করার জন্য মানুষের সম্ভাব্য বয়সসীমা বিবেচনা সাপেক্ষে JSC পঞ্চম শ্রেণী হইতে স্বল্প পরিশ্রমে Ph.D level পর্যন্ত শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থাদিসহ সনাতন ধর্ম শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াদের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে মানবিক মূল্যবোধ অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাইবে।

~~[illegible]~~

~~৭) শিক্ষা পদ্ধতির শেষ ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদ কালের বিস্তারিত বিবরণ Ph.D Thesis/Report এ লিপিবদ্ধ করা। [illegible] বৃদ্ধি [illegible] পরিবেশে [illegible] একান্ত আবশ্যক। [illegible] সংক্ষিপ্তভাবে [illegible] মস্তিষ্ক ও মনের শান্তি [illegible] এই অনুভূতি আমাদের ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শন করবে।~~

~~এই শিরোনামে (Title) প্রস্তাবিত অংশকে আরো বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা ও মতামত প্রাপ্তিতে আপনার অনুরোধ প্রদান করার জন্য আবেদন জানানো যাচ্ছে।~~

~~ধন্যবাদ — বিনীত — নাম ঠিকানা —~~

৮. পুরুষশাসিত সমাজে নারীরা বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়ে থাকে। নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন না হওয়ার কারণে সমাজে একটা বিশৃংখল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সে লক্ষ্যে নারীদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন ও পৃথক নিয়ম কানুন দ্বারা পরিচালিত হওয়ার জন্য মহাজনগণ নির্দেশ দিয়েছেন। শ্রীল প্রভুপাদ এই সম্পর্কে বলেছেন, নারীরা নারীদের নিকট প্রচার করবে, পুরুষেরা পুরুষদের নিকট প্রচার করবে। সেজন্য শ্রীল প্রভুপাদ পৃথক নিয়ম-কানুন তৈরী করার জন্য, উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেছেন। এ কারণে মহিলাদের জন্য পৃথক স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করা যেতে পারে।

৯. শিক্ষা পদ্ধতির শেষ ৩ (তিন) বছরের মেয়াদ কালের বিস্তারিত বিবরণ Ph.D Thesis / Report এ লিপিবদ্ধ করা। প্রস্তাবনার কলেবর বৃদ্ধি হওয়ার পরিবর্তে সংক্ষিপ্ত হওয়াই একান্ত আবশ্যক। সংক্ষিপ্তভাবে যদি আমরা আমাদের মস্তিষ্ক ও মনের মধ্যে সাড়া জাগাতে পারি, তাহলে সেই অনুভূতি আমাদের ভবিষ্যতের পথ প্রদর্শন করবে।

এই শিরোনামে (Title) প্রস্তাবটির আলোকে আরো বিস্তারিতভাবে গবেষণা ও ফলাফল প্রাপ্তিতে আপনার অনুমোদন প্রদান করার জন্য আবেদন জানানো যাচ্ছে।

বিনীত

ধন্যবাদ —

নাম: রীতা রায়
ঠিকানা: গ্রাম: রূপদিয়া পোস্ট: রূপদি
থানা: যশোর সদর
জেলা: যশোর।